192

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...16 FEB 1998...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৭...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রদল-ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কোন্দল, ক্যাম্পাস উত্তপ্ত

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় দু'টি ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ক্যাম্পাস এখন বিস্ফোরণোন্মুখ।

ছাত্রদলের একটি গ্রুপের দু' নেতাকে বহিষ্কার ও একজনকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে সংগঠনেরই এক নেতার বুকে অস্ত্র ঠেকানোর অপরাধে। বহিষ্কৃত গ্রুপের বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা গতকাল সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের 'চামড়া তুলে নেয়ার' ঘোষণা দিয়েছে, ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

ছাত্রলীগের (শা-পা) অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে সূর্যসেন হল থেকে 'রতন-তমি' গ্রুপ শামীম গ্রুপের এক কর্মীকে মারধর ও দিগম্বর করে হল থেকে বের করে দিয়েছে। প্রতিশোধ নিতে শামীম গ্রুপ জহুরুল হক হল থেকে রতন-তমি গ্রুপ সমর্থিত ৭/৮ জন কর্মীকে বের করে দিয়েছে। উভয় গ্রুপই যুদ্ধপ্রস্তুতি নিয়েছে।

ছাত্রদল মুহসীন হল শাখার কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে সংগঠনের মধ্যে যে নতুন যুদ্ধের শুরু হয়েছে শনিবার রাতে নয়া পল্টনে পার্টি অফিসের সামনে তার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। জাকির গ্রুপের নেতা আসাদকে মুহসীন হলের সভাপতি করার দাবি এবং এ ঘটনা নিয়ে জিয়া হল ছাত্রদল সভাপতি ও গ্রুপপ্রধান জাকিরের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক সেলিমুজ্জামান সেলিমের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় পার্টি অফিসের সামনে। এক পর্যায়ে জাকির গ্রুপ সেলিমুজ্জামান সেলিমকে অস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেয়। এ ঘটনা পার্টি অফিসে জানানোর পর জিয়া হল সভাপতি জাকির হোসেন এবং সূর্যসেন হল সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সদস্য ক্যাম্পাস ঃ পৃঃ ১১ কঃ ২

ক্যাম্পাস ঃ উত্তপ্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মুস্তাফিজুল মামুনকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং মুহসীন হল ছাত্রদলের সভাপতি প্রার্থী আসাদকে সংগঠনের কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এ খবর ক্যাম্পাসে পৌঁছামাত্র জাকির গ্রুপের কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয় এবং গত শনিবার রাতভর তাদের মধ্যে উত্তেজনা চলে।

এ পরিস্থিতিতে পুলিশ গতকাল রোববার ভোরে জিয়া হলে তল্লাশি চালায়। তবে তল্লাশির সময় ৪টি ককটেল ছাড়া কিছু উদ্ধার ও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

জাকির গ্রুপের দু'জনকে বহিষ্কার ও একজনকে অব্যাহতি দেয়ার প্রতিবাদে তারা গতকাল দুপুরে প্রায় দেড় শতাধিক নেতা-কর্মীকে নিয়ে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিল থেকে তারা 'এ্যানি-সোহেলের চামড়া, তুলে নেব আমরা' এবং সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সংগঠনের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। মিছিলশেষে অপরাজেয় বাংলার সামনে একটি সমাবেশও করে। সমাবেশ থেকে তারা আজ (সোমবার) পুনরায় বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দেয় এবং সংগঠনের এ সিদ্ধান্ত মানে না বলে জানায়।

ছাত্রলীগের (শা-পা) অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে গত শনিবার রাতে সূর্যসেন হলের আবাসিক এবং একাউন্টিং বিভাগের ছাত্র মামুনকে রতন-তমি গ্রুপের সক্রিয় কর্মী ও সূর্যসেন হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ারসহ কয়েকজন মারাত্মক মারধর করে। এর পর তারা মামুনকে দিগম্বর করে হল থেকে বের করে দেয়। মামুন শামীম গ্রুপের সমর্থক। এ ঘটনায় শামীম গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং এর জের ধরে জহুরুল হক হল থেকে শামীম গ্রুপের ক্যাডাররা একই রাতে রতন-তমি গ্রুপের ৭/৮ জন সমর্থককে বের করে দিয়েছে বলে জানা গেছে।